ফর্ম জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২২৪৭৬

মেসার্স এস. টি. এ-বি. জি. এম এবং এম-এস. আর. এস. সি (জে. ভি) এবং আরেকজন

বনাম

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্য - **শ্রী দেবজ্যোতি বসু**

শ্রী দীপ্তময় তালুকদার

শ্রী শুভজিৎ সীল

ই. সি. এল. কর্তৃপক্ষের জন্যঃ **শ্রী দেবনাথ ঘোষ**

শ্রী অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়

শ্রী সৈয়দ নুরুল আরেফিন

শ্রী সৈয়দ মঈনুল আরেফিন

উত্তরদাতা নং ৭-এর জন্যঃ **শ্রী ব্রজেশ ঝা**

শ্রী সুবিত মজুমদার

আইটেম নং ১১

শুনানি এবং রায় - **১৬.১০.২০২৩**

বিচারপতি বিবেক চৌধুরী-

কারণ দেখানোর জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি ভিডিও রেফারেন্স নম্বর ই সি এল/ এ জি টি / কে সি / এ জি টি /২০২৩/৪৬৪ তারিখ ৪ "অক্টোবর, ২০২৩

নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তার ব্যাখ্যা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া তাৎক্ষণিক রিট আবেদনে চ্যালেঞ্জের মুখে।

এটা বিতর্কের বিষয় নয় যে, ১২ই মে, ২০১৮ তারিখে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মুগমার অধীনে কাপাসরা ওসি-প্যাচে ১৪৪.৭০ লিটার কম ওবি (১০.০০ লিটার কম ওবি পুনঃহ্যান্ডলিং সহ) উত্তোলন এবং পরিবহনের জন্য এইচইএমএম নিয়োগের জন্য ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের ওয়েবসাইটে একটি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। আবেদনকারীকে সর্বনিম্ন দরদাতার কাজটি বরাদ্দ করা হয়েছিল।

ফলস্বরূপ, উক্ত কাজটি সম্পাদনের জন্য কাপাসারায় ইসির স্থানীয় প্রশাসন এবং আবেদনকারীর মধ্যে একটি চুক্তি কার্যকর করা হয়েছিল।

এই ধরনের চুক্তি বাস্তবায়নের পরে ঝাড়খণ্ডের ধানবন্দে পরিত্যক্ত কয়লা খনিতে অবৈধ কয়লা খনির কারণে ঘন ঘন দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছিল এবং ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল, ইস্টার্ন জোন বেঞ্চ, কলকাতা ২১ * এপ্রিল, ২০২২-এ এনডিটিভি ওয়েব পোর্টালে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের স্বতঃপ্রণোদিত সংজ্ঞান নিয়েছিল যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ফেব্রুয়ারিতে ধানবন্দের গোপীনাথপুরে অবৈধ খনির সময় খনি ধসে ইস্টার্ন কোলফিল্ডের পরিত্যক্ত খনিতে কমপক্ষে পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন এবং সরকার এই ঘটনার তদন্তের জন্য বিশেষ তদন্ত দল গঠন করেছিল। খবরটি ইন্ডিয়া টুডে-তে সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল

১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের যে একটি অবৈধ কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কারণে ইস্টার্ন কোলফিল্ডের মুগমা এলাকা নিরসা ব্লকে কমপক্ষে ১৩ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য কলকাতার পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলের ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল একটি কমিটি গঠন করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের সামনে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে কাপাসরা কয়লা খনি ধানবন্দের মুগমা এলাকার মধ্যে অবস্থিত। এই প্রতিবেদন পাওয়ার পর ৪ জুলাই, ২০২২ তারিখে ট্রাইব্যুনাল একটি চূড়ান্ত আদেশ দেয়। উক্ত আদেশে কাপাসরা খনির বিষয়ে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গঠিত কমিটির পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হয়। কমিটি পর্যবেক্ষণ করে যে খনির উঁচু প্রাচীরের কয়লামুখে বেশ কয়েকটি অনুভূমিক খোলা জায়গা ছিল। এই খোলা জায়গাগুলির বেশিরভাগই পূর্বে কাপাসরায় ভূগর্ভস্থ খনির সময় তৈরি করা গ্যালারি ছিল। তবে, প্রকল্প কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে কাছাকাছি গ্রামের স্থানীয় লোকেরা এই গ্যালারিগুলি থেকে অবৈধ/বেআইনি খনন করত। উক্ত আদেশে লিপিবদ্ধ আছে যে কাপাসরা খনির চারপাশে অবৈধ/অননুমোদিত খনি বন্ধ করার জন্য কোনও বেড়া ছিল না।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী পরবর্তীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের খনি নিরাপত্তা মহাপরিচালক কর্তৃক জারি করা একটি আদেশের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে এটি বিশেষভাবে কাপাসরা কয়লা খনির ব্যবস্থাপকের উদ্দেশ্যে নির্দেশিত:-

"ওপেনকাস্ট ওয়ার্কিংয়ের উপরের প্রান্তটি তারের দড়ির সুতা বা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা রাখতে হবে, যা কাঠ, লোহা বা কংক্রিটের (চলমান) খুঁটি দ্বারা সমর্থিত। সংলগ্ন দড়ির সুতা বা তারের মধ্যে ফাঁক 0.30 মিটারের বেশি হবে না এবং নীচের বেশিরভাগ দড়ি, সুতা বা তার 0.25 মিটারের বেশি হবে না এবং সর্বোচ্চ দড়ি, সুতা বা তার ভূমি স্তর থেকে 1.0 মিটারের কম হবে না।

বেড়া দেওয়ার পর্যায়ে, ওপেনকাস্ট ওয়ার্কিংটি একটি গাঁথুনির দেয়াল দিয়ে ঘেরা করতে হবে যা 0.40 মিটারের কম পুরু এবং 1.2 মিটারের কম উঁচু চুন মর্টার ব্যবহার করে তৈরি করা হবে, যার উপরে একটি প্যারাপেট টপ থাকবে।" (ধারা 04.0)

কাপাসরা খনি ঘিরে বেড়া দেওয়া ইসিএলের কর্তব্য। ইসিএল কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত বেড়া নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব, আবেদনকারীর কাজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী লোকজনের অবৈধ প্রবেশ ছিল। আবেদনকারী বারবার ইসিএলকে অবহিত করেছিলেন এবং একাধিক আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু ইসিএল কর্তৃপক্ষ উক্ত কয়লা খনির চারপাশে বেড়া নির্মাণ করেনি।

আবেদনকারীর পক্ষে একজন বিজ্ঞ আইনজীবী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন- ১৪ই জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে খনি নিরাপত্তা মহাপরিচালক কর্তৃক জারি করা আরেকটি আদেশের দিকে যেখানে ধারা ১.৪ (ক) এ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রস্তাবিত এলাকা থেকে ১০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত সকল কাঠামো, বাসস্থান/ঘর এবং ভবন খালি/ধ্বংস করে বসবাসের অযোগ্য করে তুলতে হবে। এই নির্দেশিকাটিও ECL দ্বারা পালন করা হয়নি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। আবেদনকারী জানান যে, কাজ সম্পাদনের সময়, আবর্জনামুক্ত জমির অভাবে, কাজের অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে ঠিকাদারের যন্ত্রপাতি ও জনবলের অব্যবহারের কারণে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। আবেদনকারী OC প্যাচ থেকে অবকাঠামো স্থানান্তরের জন্য সহায়তা চেয়েছিলেন এবং নিরাপদ অঞ্চল থেকে বাসস্থান সরিয়ে নেওয়ার পরে পর্যাপ্ত ব্লাস্টিং পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা চেয়েছিলেন। কিন্তু কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইউনিট ব্যবস্থাপনা কর্তৃক কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অতএব, আরও ক্ষতি রোধ করার জন্য আবেদনকারী কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হন এবং স্বাভাবিক ব্লাস্টিং পরিচালনার জন্য বাসস্থানের টোটালিং এবং স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রদানের জন্য ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করেন। এই ধরনের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে লজিস্টিক সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার কারণে। আবেদনকারীরা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের চুক্তিটি আরও ঘনিষ্ঠ করার জন্য ইসিএলকে অনুরোধ করেন।

অতএব, আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিলের দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী উপযুক্ত রিট বা নির্দেশ জারি করার জন্য তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করতে বাধ্য যে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে চুক্তি কার্যকর করা সম্ভব নয় আকস্মিকতা এবং বিধিবদ্ধ বিধিনিষেধের কারণে এবং নিম্নলিখিত ত্রাণগুলির জন্যওঃ -

গ) একটি উপযুক্ত আদেশ বা নির্দেশ জারি করুন যে, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের ECL/HQ/CMC/WO/কাপাসারা OC Patch/600 নম্বরের রেফারেন্স নম্বর এবং এর অধীনে সম্পাদিত এবং ECL এবং প্রথম আবেদনকারীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে বিবেচিত কাজগুলি সম্পাদন করা 'আকস্মিক পরিস্থিতি এবং আইনগত বিধিনিষেধের কারণে এবং অনুরূপ অন্যান্য কারণে' আইনত সম্ভব নয়;

ঘ) একটি উপযুক্ত আদেশ জারি করুন, বা নির্দেশ দিন যে চুক্তির মৌলিক উপস্থাপনাটি সরাসরি আকস্মিকতা এবং বিধিবদ্ধ বিধিনিষেধের (গুলি) জন্য ব্যর্থ হয়েছে এবং উত্তরদাতাদের ইসিএল-এর স্বেচ্ছাচারী, অন্যায্য, অযৌক্তিক এবং দোষীতার কারণে এবং আবেদনকারীদের আইনত এবং অন্যথায় কাজ পুনরায় শুরু/শুরু করতে বাধা দেওয়া হয়েছে;

বিকল্পভাবে,

ঙ) একটি উপযুক্ত আদেশ বা নির্দেশনা জারি করুন যে, ২০১৮ সালের ১২ই মে দরপত্র জারির সময় এবং এমনকি চুক্তি সম্পাদনের পরেও ইসিএল প্রকল্প প্রস্তুত ছিল/নেই, কখনও কখনও সেপ্টেম্বর, ২০১৮-এর কাছাকাছি সময়ে এবং এখন, প্রত্যক্ষ আকস্মিকতা এবং বিধিবদ্ধ বিধিনিষেধ সত্ত্বেও যা সমসাময়িক নথি এবং অন্যান্য অনুরূপ কারণ বা কারণে প্রমাণিত হয়, ইসিএল প্রথম আবেদনকারীকে অবৈধ খননের জন্য জোর দিচ্ছে এবং বাধ্য করছে এবং চুক্তি সম্পাদনে "তত্ত্বাবধান অসম্ভবতার মতবাদ" আকর্ষণ করছে;

চ) একটি উপযুক্ত আদেশ জারি করুন, বা নির্দেশ দিন যে প্রথম আবেদনকারীকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং চুক্তির যে কোনও সম্পাদন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যা ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের ওয়ার্ক অর্ডারের বিষয়ে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানের অসম্ভবতার কারণে আইনত অসম্ভব ছিল /

ছ) উত্তরদাতাদের ই. সি. এল এবং তাদের প্রত্যেককে এবং/অথবা তাদের লোক, এজেন্টদের আইন অনুসারে কাজ করার এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের ওয়ার্ক অর্ডার এবং তার অধীনে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে কাপাসারা ওসি প্যাচ/৬০০ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে এবং/অথবা বাধ্যতামূলক প্রকৃতির একটি রিট জারি করুন এবং সমস্ত পারফরম্যান্স সিকিউরিটি এবং অতিরিক্ত মূল্যায়নের উপর চার্জ

প্রথম আবেদনকারীর নিরাপত্তা আমানত এবং ধরে রাখার টাকা (গুলি) এবং সুদ এবং খরচ সহ আবেদনকারীদের অবিলম্বে সমস্ত টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ;

জ) বিবাদী ECL এবং তাদের প্রত্যেককে এবং/অথবা তাদের পুরুষ, এজেন্ট ইত্যাদিকে আইন অনুসারে কাজ করার এবং অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য একটি রিট জারি করুন যাতে প্রথম আবেদনকারীকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং সমসাময়িক নথি থেকে এবং অনুরূপ অন্যান্য কারণে বাস্তব পরিস্থিতি এবং আইনগত বিধিনিষেধের কারণে চুক্তির যেকোনো কার্য সম্পাদন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়;

ঝ) ইসিএল এবং তাদের প্রত্যেককে এবং/অথবা এর লোক ও এজেন্টদের আইন অনুসারে কাজ করার জন্য এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত (গুলি), যদি থাকে, অবিলম্বে প্রত্যাহার ও বাতিল করার জন্য এবং প্রথম আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ওয়ার্ক অর্ডারের অধীনে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি রিট জারি করুন। রেফ। নং. ইসিএল/সদর দফতর/সিএমসি/ডব্লিউও কাপাসারা ওসি প্যাচ/৬০০ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ এবং সরাসরি আকস্মিকতার উপস্থিতিতে এবং সংবিধিবদ্ধ বিধিনিষেধের উপস্থিতিতেও তার অধীনে কার্যকর চুক্তি যা সমসাময়িক নথি থেকে এবং অন্যান্য কারণ বা কারণে প্রদর্শিত হয়;

ঞ) উত্তরদাতাদের ই. সি. এল এবং/অথবা তাদের প্রত্যেককে এবং/অথবা এর একটি রিট জারি করুন এবং/অথবা নিষেধাজ্ঞার প্রকৃতির নির্দেশ জারি করুন। কর্মী এবং এজেন্টদের আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে না

১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের ওয়ার্ক আদেশ এবং এর অধীনে সম্পাদিত চুক্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ (গুলি) এবং/অথবা কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (গুলি) গ্রহণ করা হয়নি এবং এর অধীনে এবং অনুরূপ প্রকৃতির কোনও প্রভাব বা আরও প্রভাব ফেলবে না যার মধ্যে কর্মক্ষমতা সুরক্ষা এবং অতিরিক্ত কর্মক্ষমতা সুরক্ষা আমানত (গুলি) আহ্বানের দিকে কোনও পদক্ষেপ (গুলি) নেওয়া হবে না এবং প্রথম আবেদনকারীর অর্থও (গুলি) প্রতিবাদী ইসিএল দ্বারা ধরে রাখা হয়েছে এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত (গুলি) সহ যে কোনও উপায়ে/পদ্ধতিতে এবং এর সাথে সম্পর্কিত এবং/অথবা তার অধীনে নেওয়া হচ্ছে এমন কিছু;

ট) প্রত্যর্থী কর্তৃপক্ষ এবং তাদের প্রত্যেককে এবং/অথবা তার লোক এবং এজেন্টদের তাৎক্ষণিক মামলা সম্পর্কিত সমস্ত রেকর্ড এবং কার্যধারা উপস্থাপন ও প্রেরণ করার জন্য একটি রিট জারি করুন এবং/অথবা সার্টিওরারি প্রকৃতির আদেশ জারি করুন, যাতে তাদের প্রত্যেকের পর্যালোচনার পরে, এই মাননীয় আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বাতিল করে এবং বাতিল করে পক্ষগুলিকে সচেতন ন্যায়বিচার পরিচালনা করতে পারে এবং অযৌক্তিক, নির্বিচারে, অন্যায্য কাজ এবং উত্তরদাতাদের ইসিএল '

ঠ) যথাযথ আদেশ (গুলি) এবং/অথবা নির্দেশ (গুলি) জারি করুন

ড) প্রার্থনার ক্ষেত্রে একটি নিয়ম এনআইএসআই জারি করুন (সি) থেকে (এল) যা তৈরি করা হয়েছে উপরে;

ঢ) একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করে উত্তরদাতাদের ই. সি. এল এবং তাদের প্রত্যেককে এবং তার লোক ও এজেন্টদের কোনও পদক্ষেপ বা পদক্ষেপ গ্রহণে বা পারফরম্যান্স সিকিউরিটি এবং অতিরিক্ত পারফরম্যান্স সিকিউরিটি ডিপোজিট (গুলি)-এর পাশাপাশি প্রথম আবেদনকারীর ধরে রাখার অর্থ (গুলি) ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের ওয়ার্ক অর্ডারের অধীনে উল্লিখিত উত্তরদাতাদের দ্বারা রাখা হয়েছে এবং এর অধীনে সম্পাদিত চুক্তি এবং যে কোনও উপায়ে, নিয়মের বিচারাধীন অবস্থায়;

ন) ২০১৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের ওয়ার্ক আদেশ নং ECL/HQ/CMC/WO/কাপাসারা ওসি প্যাচ/৬০০ এবং এর অধীনে সম্পাদিত চুক্তি, যদি থাকে এবং যে কোনও উপায়ে বা পদ্ধতিতে এবং/অথবা বিধি বা আবেদনের বিচারাধীন অবস্থায় এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ইসিএল এবং তাদের প্রত্যেককে এবং এর লোক ও এজেন্টদের জোরপূর্বক পদক্ষেপ (গুলি) এবং/অথবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (গুলি) নিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করুন;

প) উপরে করা প্রার্থনা (গুলি)-র পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন ক্রম (গুলি) পাস করুন;

ফ) আবেদনের জন্য যথাযথ খরচ এবং আনুষঙ্গিক উত্তরদাতাদের দ্বারা বহন করার আদেশ;

ব) এই ধরনের অন্যান্য এবং পরবর্তী অর্ডার (গুলি) এবং/অথবা দিকনির্দেশ (গুলি) পাস করুন আপনার প্রভুত্ব ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত এবং উপযুক্ত বলে মনে হতে পারে।

অন্যদিকে, বিবাদী/ECL-এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করছেন যে, এই পর্যায়ে এই আদালত ECL-কে 'কর্মক্ষমতা নিরাপত্তা এবং অতিরিক্ত কর্মক্ষমতা নিরাপত্তা আমানত' এবং আবেদনকারীদের ধরে রাখার অর্থ বরাদ্দ করা থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য কোনও অস্থায়ী আদেশ জারি করতে পারে না। এই কারণে যে আবেদনকারীদের এবং ECL-এর মধ্যে সম্পর্ক চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার কারণে উদ্ভূত। চুক্তির শর্তাবলীতে যদি উল্লেখ থাকে, তাহলে আদালত চুক্তির কোনও পক্ষকে চুক্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে বা চুক্তি বাতিল করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে না। এই বিষয়ে, ECL-এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করছেন যে, দরপত্র নথিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'উদ্যোগী পক্ষ/দরদাতা তার নিজের দায়িত্ব, খরচ এবং ঝুঁকি নিয়ে' কাজের স্থান পরিদর্শন করবেন এবং পরীক্ষা করবেন এবং সন্তুষ্ট হওয়ার পরই কেবল দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন। দরপত্র নথির ৩০ নং ধারায় বলা আছে যে, সফল দরদাতাকে জামানত জমা দিতে হবে যার দুটি অংশ হলো- কাজ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা জামানত জমা দিতে হবে এবং চলমান বিল থেকে আদায় করতে হবে ধরে রাখার অর্থ। ৩২ নং ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, দরপত্র এবং পরবর্তী চুক্তির ভিত্তিতে দরপত্র প্রদানের ফলে উদ্ভূত যেকোনো বিরোধ বা পার্থক্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি জেলা আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হবে, যেখানে বিষয়ভিত্তিক কাজ সম্পাদন করা হবে।

সুতরাং, ইসিএলের বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, কাজটি ধানবাদে সম্পাদন করা হবে এবং তাই, ধানবাদ জেলা আদালতের এখতিয়ার রয়েছে এবং একইভাবে রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের একচেটিয়া এখতিয়ার রয়েছে। রিট পিটিশনটি এই আদালতের কাছে বহাল রাখা যাবে না। তিনি চুক্তি/চুক্তির ধারা 6.1 এর কথাও উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে যদি ঠিকাদার যুক্তিসঙ্গত কারণ বা বৈধ কারণ ছাড়াই নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কাজ শুরু করতে ব্যর্থ হন, তাহলে কোম্পানি অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের ক্ষতি না করে, ঠিকাদারকে কাজ শুরু করার জন্য 15 দিনের লিখিত নোটিশ দিয়ে স্বাধীনতা পাবে, অবশ্যই তার জমা করা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। অতএব, চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে ইসিএল দ্বারা নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি আবেদন করা যেতে পারে এবং ইসিএলকে ব্যাংক গ্যারান্টি আবেদন করা থেকে বিরত রাখার জন্য কোনও আদেশ জারি করা যাবে না।

ইসিএল-এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করছেন যে, ধারা ৬.৪-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বিলম্বের কারণ হিসেবে যে কোনও ঘটনা ঘটলে, ঠিকাদারকে বিলম্বের কারণ সম্পর্কে অবিলম্বে লিখিতভাবে ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চার্জকে অবহিত করা কর্তব্য। ঠিকাদারদের মতে, নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা পরিমাপ ঠিকাদার কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে। খনির স্থানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা ইসিএল-এর দায়িত্ব নয়। এই সত্য সত্ত্বেও ইসিএল সাইটে সিআইএসএফ কর্মী এবং অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করেছিল কিন্তু আবেদনকারী খনির অতিরিক্ত সুরক্ষার বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেননি।

ইসিএলের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে আবেদনকারীরা তাদের চিঠি এবং উপস্থাপনায় অভিযোগ করেছেন যে বেশ কয়েকটি কাঠামো এবং নিরাপত্তার কারণে পরিষ্কার জমির অভাব রয়েছে। আবেদনকারীদের জন্য খনির কাজ বাতিল বা বাতিল করার সুযোগ ছিল কিন্তু আবেদনকারীরা কখনই চুক্তি বাতিল করতে আগ্রহী ছিলেন না যাতে ইসিএল কাজ সম্পাদনের জন্য অন্য ঠিকাদার নিয়োগ করতে পারে। বিপরীতে, তারা কারণ দর্শানোর নোটিশের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক রিট আবেদন দায়ের করেছেন যা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় কারণ কারণ দর্শানোর নোটিশের বিরুদ্ধে রিট রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। রিট আবেদনটি অকালপ্রয়াত কারণ আবেদনকারীর কোনও আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত এই আদালতের রিট আবেদনটি গ্রহণ করার এখতিয়ার নেই।

পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি সাবধানতার সাথে পর্যালোচনা করার পর আদালত দেখতে পান যে আবেদনকারী এই যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ার রয়েছে, কারণ কলকাতার পূর্ব অঞ্চলের জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল ধানবাদের কাপাসরা খনির স্থানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইসিএলকে নির্দেশ দিয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২২৬ (২)-এর অধীনে জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্টের এখতিয়ার একেবারেই আলাদা। জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনাল, পূর্ব অঞ্চলের এখতিয়ার ঝাড়খণ্ডের উপর রয়েছে। তবে অনুচ্ছেদ ২২৬ (২)-এ বলা হয়েছেঃ-

"ধারা (১) দ্বারা প্রদত্ত কোনও সরকার, কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে নির্দেশ/আদেশ বা রিট জারি করার ক্ষমতা, যে অঞ্চলগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পদক্ষেপের কারণ উদ্ভূত হয়, সেই অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে এখতিয়ার প্রয়োগকারী যে কোনও হাইকোর্ট দ্বারাও প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও এই জাতীয় সরকার বা কর্তৃপক্ষের আসন বা এই জাতীয় ব্যক্তির বাসস্থান সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে নেই।"

ধারা ২২৬(২) অনুসারে, যদি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কোনও অংশ 'কোনও হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে' দেখা দেয়, তাহলে সংবিধানের ধারা ২২৬ অনুসারে হাইকোর্টের এখতিয়ার রয়েছে, এমনকি যদি সংবিধানের ধারা ১২ অনুসারে 'রাষ্ট্র' অর্থের মধ্যে সরকার বা স্থানীয় সংস্থা বা কর্পোরেশনের আসনটি ঐ অঞ্চলগুলির মধ্যে নাও থাকে।

তাৎক্ষণিক মামলায়, ধানবাদ জেলার মুগমার অন্তর্গত কাপাসরা খনিতে খনির কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। চুক্তিটি ধানবাদে সম্পাদিত হয়েছিল। কাজটি ধানবাদে চালু এবং আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। অতএব, ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের রিট আবেদনটি গ্রহণের এখতিয়ার রয়েছে।

এই আদালতের তাৎক্ষণিক রিট আবেদন গ্রহণের কোন এখতিয়ার নেই। ট্রাইব্যুনালের আদেশ রিট আবেদন দাখিলের জন্য কোনও কারণ প্রদান করতে পারে না।

সরকারি দরপত্র বা সরকারি চুক্তির বিচারিক পর্যালোচনার বিষয়ের আইন আর অখণ্ড নয়। ১৯৯৪ সালে রিপোর্ট করা **'টাটা সেলুর – বনাম - ভারত ইউনিয়ন'** -এ প্রণীত আইন (৬) এসসিসি ৬৫১ এবং পরবর্তীকালে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে 'দ্ব্যর্থহীনভাবে' উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বেচ্ছাচারিতা বা পক্ষপাতিত্ব রোধ করার জন্য সরকারি সংস্থা কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচারিক পর্যালোচনার নীতি প্রযোজ্য হবে। তবে, এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে বিচারিক পর্যালোচনার সেই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সরকার রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থার অভিভাবক। এটি রাষ্ট্রের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সর্বনিম্ন দরপত্র বা অন্য যেকোনো দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সরকারের কাছে সর্বদা উপলব্ধ। তবে, সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতিগুলি টেন্ডার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সময় বিবেচনায় রাখতে হবে। সরকার যদি সেরা ব্যক্তি বা সেরা উদ্ধৃতি পেতে চেষ্টা করে, তাহলে ধারা ১৪ লঙ্ঘনের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। নির্বাচনের অধিকারকে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। অবশ্যই, যদি উক্ত ক্ষমতাটি কোনও জামানতমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ বাতিল করা হবে। চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা শুধুমাত্র নিম্নলিখিত প্রশ্নের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে:

কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কি তার ক্ষমতা লঙ্ঘন করেছে?;

আইনের ভুল করেছে;

প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে;

এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যা কোনও যুক্তিসঙ্গত ট্রাইব্যুনাল করতে পারত না

অথবা;

তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।

তাৎক্ষণিক মামলায়, আবেদনকারী উপরোক্ত কোনও বিধানকে আকৃষ্ট করার জন্য কোনও মামলা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থতা চুক্তি সম্পর্কিত আইন দ্বারা নির্ধারিত একটি প্রশ্ন এবং সাধারণ দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের অধীনে প্রযোজ্য। তাছাড়া, আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে তাৎক্ষণিক রিট আবেদনের উপর ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ার রয়েছে। মামলার যোগ্যতা বিবেচনা না করে এই ধরণের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালতের মতামত হল যে তাৎক্ষণিক রিট আবেদনটি আঞ্চলিক এখতিয়ারের অভাবের কারণে খারিজ করা যেতে পারে। সেই অনুযায়ী, তাৎক্ষণিক রিট আবেদনটি সংক্ষিপ্তভাবে খারিজ করা হচ্ছে।

তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

(বিচারপতি বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal